GOVT. GENERAL DEGREE COLLEGE SALBONI

DEPARTMENT OF SANSKRIT

STUDY MATERIAL FOR BACHELOR OF ARTS (HONOURS)

MAJOR IN SANSKRIT (under CCFUP, 2023) Course- Major I/ Minor Disc. I

Critical Survey of Sanskrit Literature (Vedic Literature)

Prepared by

UJJAL KARMAKAR
ASSISTANT PROFESSOR
DEPT. OF SANSKRIT, GGDC SALBONI

GGDC SALBONI

বেদাঙ্গ

শিষ্য-প্রশিষ্য ক্রমে প্রচলিত বেদরাশির পাঠ ও অর্থের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য,তথা মন্ত্রসকলের যজ্ঞকর্মে যথাযথ প্রয়োগ-প্রাপ্তির জন্য, কালে কালে বেদের মন্ত্র ব্রাহ্মণাদিকে আশ্রয় করে যে সকল গ্রন্থ রচিত হয়, সেগুলি বেদাঙ্গ নামে পরিচিত।

- ছয়টি বেদাঙ্গের প্রাচীনতম সূচনা মেলে ষড়্বিংশব্রাহ্মণে – চত্বারোऽস্যৈ বেদাঃ শরীরং ষড়ঙ্গান্যঙ্গানি।
- বেদাঙ্গের সংখ্যা ৬টি। ছয়টি বেদাঙ্গের সর্বপ্রথম নামতঃ উল্লেখ পাওয়া যায় – মুণ্ডকোপনিষদে। সেখানে ঋষি অপরা বিদ্যার প্রসঙ্গে চার বেদ এবং ছয় বেদাঙ্গের নামোল্লেখ করেছেন। - তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোऽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষম্।(মু.উ. ১.১.৪)। মুণ্ডোকোপনিষদ্ ক্রমে এই ছয়টি বেদাঙ্গ যথাক্রমে – শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দো ও জ্যোতিষ। এদের মধ্যে শিক্ষা ও ছন্দো – বেদের উচ্চারণ ও পাঠের সহায়ক। নিরুক্ত ও ব্যাকরণ – মন্ত্রার্থ বোধের সহায়ক। কল্প ও জ্যোতিষ – বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের সহায়ক।
- পাণিনীয়-শিক্ষা গ্রন্থে এই ছয়টি বেদাঙ্গ বেদপুরুষের ছয়টি অঙ্গ হিসাবে কল্পিত হয়ছে। পাণিনীয়-শিক্ষা মতে – ছন্দো = বেদ পুরুষের পা (ছন্দো পাদৌ তু বেদস্য), কল্প= বেদ পুরুষের হস্ত বা হাত (হস্তৌ কল্পোऽথ পঠ্যতে), জ্যোতিষ= বেদ পুরুষের চক্ষু (জ্যোতিষাময়নং চক্ষুঃ), নিরুক্ত= বেদ পুরুষের কর্ণ বা কান(নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে, শিক্ষা= বেদ পুরুষের ঘ্রাণ বা নাসিকা (শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য), ব্যাকরণ = বেদ পুরুষের মুখ (মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্)

শিক্ষা

শিক্ষা শব্দের ব্যাখ্যাতে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য বলেছেন –"স্বরবর্ণাদ্যুচ্চারণপ্রকারো যত্র শিক্ষ্যতে উপদিশ্যতে সা শিক্ষা।" যে শাস্ত্রে বেদের বর্ণ, স্বর, মাত্রা ইৎয়াদির যথাযথ উচ্চারণ ও প্রয়োগবিধি লিপিবদ্ধ আছে তাকে শিক্ষা বেদাঙ্গ বলা হয়। শিক্ষা বেদাঙ্গের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় –তৈত্তিরীয়োপনিষদের "শীক্ষাবল্লী" তে। সেখান শিক্ষার প্রতিপাদ্য বা আলোচ্য বিষয় হিসাবে ছয়টি মুখ্য বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। সেগুলি যথা –**বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল, সাম এবং সন্তান**। (শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ মাত্রা বলং সামঃ সন্তানঃ ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ম্।)

প্রতি বেদের অধুনা উপলব্ধ শিক্ষাগ্রন্থ- ঋগ্বেদ – পাণিনীয় শিক্ষা, সামবেদ – নারদীয় শিক্ষা, শুক্লযজুর্বেদ – যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা, কৃষ্ণযজুর্বেদ – ব্যাসশিক্ষা, অথর্ববেদ- মাণ্ডূক শিক্ষা।

ছন্দ

বৈদিক মন্ত্রের সম্যক্ উচ্চারণের জন্য ছন্দের জ্ঞান অত্যন্ত আবশ্যক ছিল।সর্বানুক্রমণীকার কাত্যায়নের মতে যে ব্যক্তি ঋষি, দেবতা ও ছন্দের জ্ঞান বিনা বেদাধ্যান করেন তিনি পাপভাজন হন। যদক্ষরপরিমিতং তচ্ছন্দঃ (সর্বানুক্রমণী), ছন্দাংসি ছাদনাৎ (যাস্কাচার্য)। বৈদিক আর্ষ ছন্দ ৭টি। যথা – গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ এবং জগতী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই ৭টি ছন্দের মন্ত্র পাঠে ৭ধরণের ফললাভের কথা বলা হয়েছে – যথা – গায়ত্রী –ব্রহ্মবর্চস্, উষ্ণিক্ – আয়ুঃ, অনুষ্টুপ্ – স্বর্গ, বৃহতী- শ্রী, পঙ্ক্তি – যজ্ঞ, ত্রিষ্টুপ্ – শক্তি- সামার্থ্য এবং জগতী – পশুপ্রাপ্তি। বিভিন্ন ছন্দের অক্ষর সংখ্যা - ২৪ থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে চার চার করে অক্ষর সংখ্যা বাড়ালে আমরা যথাক্রমে বৈদিক ছন্দগুলির অক্ষর সংখ্যা পেয়ে থাকি। গায়ত্রী -২৪, উষ্ণিক্ – ২৮, অনুষ্টুপ্ -৩২, বৃহতী- ৩৬, পঙ্ক্তি- ৪০, ত্রিষ্টুপ্ – ৪৪, জগতী -৪৮। দু- এক অক্ষরের কমবেশীতে বৈদিক ছন্দের কোন হানি হয় না। কিন্তু অক্ষরের কমবেশী তে পৃথক্ পৃথক্ বিশেষণ লাগে ছন্দের পূর্বে । যেমন – এক অক্ষর কম হলে সেই ছন্দের আগে "নিচৃৎ" এবং এক অক্ষর বেশী হলে তাকে "ভূরিক্" বলা হয়। অর্থাৎ গায়ত্রীর সাধারণতঃ অক্ষর সংখ্যা – ২৪, ২৩ হলে তাকে বলা হবে নিচৃৎগায়ত্রী, ২৫হলে বলা হবে ভূরিক্গায়ত্রী। পক্ষান্তরে দু অক্ষর কম হলে বিরাট্ এবং দু অক্ষর বেশী হলে স্বরাট্ বিশেষণ লাগে।

ছন্দো বেদাঙ্গের গ্রন্থাবলী

পিঙ্গালাচার্য রচিত – ছন্দঃসূত্র, বৈদিক ছন্দঃশাস্ত্রের একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ(এই গ্রন্থের প্রথম চারটি অধ্যায়ে বৈদিক ছন্দের লক্ষণ চর্চিত হয়েছে। ছন্দসূত্রের টীকার নাম –মৃতসঞ্জীবনী, রচয়িতী – ভট্ট হলায়ুধ।), শৌনক রচিত শাকল বা ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্যের ১৬ থেকে ১৮ তম পটলে বৈদিক ছন্দের আলোচনা পাওয়া যায় । শাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র, সামবেদীয় নিদান সূত্রেও ছন্দ বিষয়ক আলোচনা পাওয়া যায়।

ব্যাকরণ

ব্যাকরণ প্রকৃতি, প্রত্যয়, সন্ধি , সমাস, শব্দরূপ, ধাতুরূপ প্রভৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বৈদিক পদসমূহের অর্থ প্রকাশক হয়। ব্যাক্রিয়ন্তে বিবিচ্যন্তে শব্দা অনেন ইতি ব্যাকরণম্। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ষড় বেদাঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণের প্রাধান্য স্বীকার করেছেন – প্রধানং চ ষট্স্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্। প্রধানে চ কৃতো যত্নঃ ফলবান্ ভবতি ইত্যাদি। বার্তিকগ্রন্থে আমরা ব্যাকরণ শাস্ত্রের মুখ্য ছয়টি প্রয়োজনের কথা পাই –রক্ষা , ঊহ, আগম, লঘু ও অসন্দেহ এই হল ব্যাকরণ শাস্ত্রের ৫টি মুখ্য প্রয়োজন।

বেদাঙ্গ ব্যাকরণ হিসাবে পণ্ডত গবেষকরা মহামুনি পাণিনি রচিত অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থকে স্বীকার করেছেন। এই ব্যাকরণ গ্রন্থে লৌকিক এবং বৈদিক উভয় ভাষার ব্যাকরণই চর্চিত হয়েছে। পাণিনি তাঁর এই সূত্র গ্রন্থে তাঁর পূর্ববর্তী ৬৪ জন পূর্বাচার্য বৈয়াকরণের নামোল্লেখ করেছেন।

নিরুক্ত

বৈদিক মন্ত্রের অর্থ জ্ঞানের জন্য স্বতন্ত্রভাবে যেখানে পদসমূহ সংকলিত হয়েছে এবং তাদের নির্বচন কথিত হয়েছে তাকে নিরুক্ত বেদাঙ্গ বলা হয়। - অর্থাববোধে নিরপেক্ষতয়া পদজাতং যত্রোক্তং তন্নিরুক্তম্। (সায়ণ)। নির্ নিঃশেষে পদ সমূহ যাতে উক্ত হয়েছে বা ব্যাখ্যাত হয়েছে তাই নিরুক্ত। নিরুক্তে বৈদিক শব্দ সমান্নায়ের (গবাদি দেবপত্ন্যন্ত) ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

GDC SALBONI

নিঘণ্টু- এই বৈদিককোষ গ্রন্থের নাম –নিঘণ্টু। নিঘণ্টুতে আমরা সর্বসাকুল্যে- ১৩৪১টি শব্দের উল্লেখ পাই। যাস্কাচার্য নিঘণ্টু হতে ২৩০টি শব্দের নির্বচন দেখিয়েছেন। নিঘণ্টুর তিনটি কাণ্ডে পাঁচটি অধ্যায়। প্রথম তিনটি অধ্যায় – নৈঘণ্টুক কাণ্ড,(একার্থ বাচক পর্যায় শব্দের সংগ্রহ।), চতুর্থ অধ্যায়ের নাম ঐকপদিক বা নৈগমকাণ্ড(একার্থক এক একটি শব্দের সংগ্রহ)। পঞ্চম অধ্যায় – দৈবতকাণ্ড (এটি বেদোক্ত দেবতাদের নামের সংগ্রহ)।– (আদ্যং নৈঘণ্টুকং কাণ্ডং দ্বিতীয়ং নৈগমং তথা। তৃতীয়ং দৈবতঞ্চেতি সমাম্নায়স্ত্রিধা স্থিত।।) নিরুক্ত হল এই নিঘণ্টু শাস্ত্রের মুখ্যতঃ ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

নিরুক্তের অধ্যায় সংখ্যা -১২টি (দুটি ষট্কে)। প্রথম ষট্কে নিঘণ্টুর প্রথম দুটি কাণ্ডের এবং দ্বিতীয় ষট্কে দৈবত কাণ্ডের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। নিরুক্তের প্রতিপাদ্য বিষয় ৫টি – বর্ণাগম, বর্ণ-বিপর্যয়, বর্ণবিকার, বর্ণ-নাশ, এবং ধাতু সকলের অনেকার্থে প্রয়োগ। যদ্যপি এখন যাস্ক রচিত নিরুক্ত উপলব্ধ হয়, তথাপি যাস্কাচার্য তাঁর পূর্ববর্তী নিরুক্তকার হিসাবে আগ্রায়ণ, ঔপমন্যব,ঔর্ণবাভ, ঔদুম্বরায়ণ, ক্রৌষ্টুকী, কাৎথক্য, গার্গ্য, গালব, শাকপূণি, স্থৌলাষ্ঠীবি প্রমুখ ১২ জনের নামোল্লেখ করেছেন। যাস্কাচার্যের মতে নিরুক্ত মহত্ত্বপূর্ণ বিদ্যাস্থান তো বটেই, তার সঙ্গে ব্যাকরণের পূরকও বটে। - তদিদং বিদ্যাস্থানং ব্যাকরণস্য কার্ৎস্ন্যম্ স্বার্থসাধকঞ্চ।

কল্প

কল্প্যতে সমর্থ্যতে যাগপ্রয়োগোऽত্র ইতি ব্যুৎপত্তেঃ – সায়ণাচার্যের এই লক্ষণানুসারে – যে শাস্ত্রে বৈদিক যজ্ঞাদি কল্পিত ও সমর্থিত হয়েছে সেই শাস্ত্রকে কল্প বেদাঙ্গ বলে। বিষ্ণুমিত্রের মতে – কল্পো বেদবিহিতানাং কর্মণামানুপূর্ব্বেণ কল্পনা শাস্ত্রম্। অর্থাৎ বৈদিক কর্ম সকলের ব্যবস্থিত বর্ণনা কে কল্পসূত্র বলা হয়। কল্পসূত্রের চারটি মুখ্য বিভাগ হল – শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র এবং শুল্বসূত্র। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বিহিত ও বিবৃত শ্রৌতযাগের বিধি, নিয়মাদি যে সকল সূত্রে গ্রথিত আছে তাদের শ্রৌত সূত্র বলা হয়। গৃহস্থের জন্য নির্দিষ্ট- গৃহ্যাগ্নি সাধ্য ১৬ প্রকারের সংস্কার, পঞ্চমহা যজ্ঞ, ৭ পাকযজ্ঞ, গৃহ নির্ণাণ, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি বিষয় সূত্রাকারে গৃহ্যসূত্রে চর্চিত হয়েছে। ধর্মসূত্রে বর্ণাশ্রমসাধ্য কর্তব্য সমূহ, আচার সমূহ, বিবিধ প্রথা তথা সামাজিক বিধি-নিষেধ বিশদে বর্ণিত হয়েছে। বৈদিকোত্তর কালের স্মৃতি শাস্ত্রসমূহের মূলাধার আলোচ্য কল্প ধর্মসূত্র। শুল্বসূত্রে বিভিন্ন যজ্ঞবেদীর পরিমাপ ও নির্মাণকৌশল বর্ণিত হয়েছে। গবেষকেরা জ্যামিতি শাস্ত্রের মূলাধাররূপে শুল্বসূত্রকে স্বীকার করেছেন।

প্রতিটি বেদের শ্রৌত, গৃহ্য, ধর্ণ ও শুল্বসূত্র সমূহ -

বেদ	শ্রৌতসূত্র	গৃহ্যসূত্র	ধর্মসূত্র	শুল্বসূত্র
ঋগ্বেদ	আশ্বলায়ন(ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে সম্পৃক্ত), শাংখ্যায়ন(শাংখ্যায়নব্রাহ্মণের সঙ্গে সম্পৃক্ত)	আশ্বলায়ন, শাংখ্যায়ন,	বসিষ্ঠ	অধুনাপি অনুপলব্ধ।
সামবেদ	লাট্যায়ন, মর্শক বা আর্ষেয় কল্প (পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের সঙ্গে সম্পৃক্ত), দ্রাহ্যায়ণশ্রৌতসূত্র	গোভিল, খাদিরগৃহ্যসূত্র (রাণায়ীয় শাখার),	গৌতম ধর্মসূত্র।(ধর্মশাস্ত্র নামেও পরিচিত)	এই বেদেরও শুল্বসূত্র অধুনাপি

GDC SALBONI

	(রাণায়নীয় শাখার), জৈমিনীয়।	জৈমিনীয়(জৈমিনীয় শাখার), দ্রাহ্যায়ন।	সম্ভবত ধর্ণশাস্ত্রগুলির মধ্যে সর্বপ্রচীন।	অনুপলব্ধ।
কৃষ্ণযজুর্বেদ	তৈত্তিরীয় শাখার ৬টি শ্রৌতসূত্র – বৌধায়ন (সূত্রসাহিত্যের মধ্যে এটি সর্ব প্রাচীন), বাধুল, ভারদ্বাজ, আপস্তম্ব, সত্যষাঢ় বা হিরণ্যকেশি, বৈখানস।	বৌধায়ন, বাধুল, ভারদ্বাজ, আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশি, বৈখানস(তৈত্তিরীয় শাখার)। কাঠকগৃহ্যসূত্র (কাঠকশাখার), মানব এবং বারাহ (মৈত্রায়ণী শাখার)।	মানব, বৌধায়ন, আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশি, এবং বৈখানস।	বৌধায়ন, আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশি, কাঠক, মানব এবং বারাহ।
শুক্লযজুর্বেদ	কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র	পারস্করগৃহ্যসূত্র বা বাজসনেয়ি	শঙ্খলিখিত।	কাত্যায়ন শুল্বসূত্র।
অথর্ববেদ	বৈতান	কৌশিক	পঠিনাসী	.....

GGDC SALBONI

জ্যোতিষ

বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের যথাযথ অনুষ্ঠানের জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞান অত্যাবশ্যক ছিল। বৈদিক যাগে তিথিনক্ষত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, ও সংবৎসরের অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিধান পাওয়া যায়। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ গ্রন্থের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে –

বেদা হি যজ্ঞার্থমভিপ্রবৃত্তাঃ কালানিপূর্বা বিহিতাশ্চ যজ্ঞাঃ। তস্মাদিদং কালবিধানশাস্ত্রং যো জ্যোতিষং বেদ স বেদ যজ্ঞম্।।

জ্যোতিষশাস্ত্রের অধুনা প্রামাণ্য উপলব্ধ গ্রন্থ হল- বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ। এই গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে আমরা লগধ মুনির নাম পেয়ে থাকি- কালজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি লগধস্য মহাত্মনঃ। এটি ঋগ্বেদ এবং যজুর্বেদের সঙ্গে সম্বদ্ধ। এই গ্রন্থের যাজুষ এবং আর্চ ভেদে দুটি শাখা বর্তমান। এছাড়া অথর্বপরিশিষ্টের নক্ষত্রকল্প নামক গ্রন্থে নক্ষত্র সকলের অবস্থানের সঙ্গে আনুষ্ঠানের বিচার বা মীমাংসা লক্ষিত হয়।